প্রশ্নোত্তরসমূহ : বাংলাদেশ/মায়ানমার পরিস্থিতিতে একটি আই.সি.সি.- তদন্তের উদ্বোধন

আই.সি.সি.- বিচারকগণ কেন বাংলাদেশ/মায়ানমার পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্তটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

১৪ই নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের প্রি-ট্রায়াল চেম্বার ৩ -এর বিচারকগণ বাংলাদেশ/মায়ানমার পরিস্থিতিতে অভিযোগকৃত আ.সি.সি.'র এখতিয়ারভূক্ত অপরাধসমূহ সংঘটনের বিষয়ে একটি তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রসিকিউটরের নিবেদনটি মঞ্জুর করেন।

চেম্বার মেনে নিয়েছে যে, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে নির্বাসন, এবং জাতিগত এবং/অথবা ধর্মের ভিত্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে নিপীড়নের মতো মানবতা বিরোধী অপরাধসমূহ সংঘটিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করার মত যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে।

অভিযোগকৃত অপরাধসমূহের মাত্রা - যেখানে আনুমানিক ৬০০,০০০ থেকে এক মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে মায়ানমার থেকে জোরপূর্বক প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে বিতাড়িত করা হয়েছে - আই.সি.সি'র তদন্ত করার জন্য যথেষ্ঠ গুরুতর হিসেবে বিবেচিত।

অন্ততপক্ষে আংশীকভাবে একটি সদস্য রাষ্ট্রের সীমানার অভ্যন্তরে সংঘটিত হওয়া অপরাধসমূহ আই.সি.সি.'র এখতিয়ারভূক্ত। এই ক্ষেত্রে, মায়ানমার একটি সদস্য রাষ্ট্র না হলেও, বাংলাদেশ ২০১০ সালে আই.সি.সি.'র রোম সংবিধি সমর্থন করেছিল। এতদঅনুযায়ী, অভিযোগকৃত অপরাধসমূহের একটি অংশ বাংলাদেশের সীমানার অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়ে থাকলে তা আদালতকে আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রদানের জন্য যথেষ্ঠ।

নির্বাসন এবং নিপীড়ন ছাড়াও প্রসিকিউটর তার নিবেদনে বর্ণিত পরিস্থিতির সাথে যথযথভাবে সম্পৃক্ত আই.সি.সি.'র এখতিয়ারভূক্ত অন্যান্য *যে কোনো অপরাধ* সম্পর্কে তদন্ত করতে পারেন। বাংলাদেশ ২০১০ সালে একটি সদস্য রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর থেকে সংঘটিত এবং ভভিষ্যত সকল অপরাধ আই.সি.সি.'র এখতিয়ারভূক্ত।

বিচারকগণ তাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের মতামত বিবেচনা করেছেন কি?

হ্যাঁ, চেম্বার শত সহস্র তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্তদের বা তাদের পক্ষ থেকে দেয়া মতামতসমূহ পেয়েছে। আই.সি.সি রেজিস্ট্রি অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্তরা সর্বসম্মতিক্রমে জোর নিবেদন করেছে যে তারা আদালত কর্তৃক একটি তদন্ত চান এবং পরামর্শকৃত তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকেই 'বিশ্বাস করেন যে, শুধুমাত্র ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা, তাদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা ও অপব্যবহারের পরিমণ্ডলটির সমাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে'।

পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ কি?"

প্রসিকিউটরের কার্য্যলয় স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রয়োজনীয় প্রমানাদি সংগ্রহ শুরু করবে। প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে যত সময় লাগবে ততদিন ধরে তদন্ত চলতে পারবে।

যথেষ্ঠ প্রমাণাদি সংগৃহীত হলে প্রসিকিউটর অভিযুক্তদের স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন অথবা গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করতে বিচারকদেরকে অনুরোধ করবে। একটি সমন বা গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রকাশ্যে বা গোপনে জারি করা হতে পারে। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে কারণ আই.সি.সি.'র কোনো পুলিশ বাহিনী নেই।

পরবর্তীতে, একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা বা সমন প্রকাশ্যে জারি করা হলে, এক বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা শুরু হয়। ঐসকল মামলায় বর্ণিত অপরাধের শিকার ক্ষতিগ্রস্তরা চাইলে তখন ঐ মামলার বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার রাখে। তখন একজন উকিল তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আই.সি.সি.-কে সহযোগীতা করার ক্ষেত্রে মায়ানমারে কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি? মায়ানমার কি এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে?

রোম সংবিধির সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে আই.সি.সি.-কে পূর্ণ সহযোগিতা করার।

অন্যান্য অ-সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, যেমন মায়ানমারকে আই.সি.সি.'র সহযোগিতা করার জন্য আমন্ত্রণ করা হতে পারে এবং তারা স্বেচ্ছায় তা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বাংলাদেশ/মায়ানমার পরিস্থিতির সকল অপরাধীর বিচার কি আই.সি.সি. করবে?

আই.সি.সি. ব্যক্তি পর্যায়ে বিচার পরিচালনা করে, কোনো দল বা রাষ্ট্রের নয়। আই.সি.সি.'র এখতিয়ারভূক্ত অপরাধে অভিযুক্তরা কোনো রেহাই পায় না।

আই.সি.সি. একটি সর্বশেষ অবলম্বন আদালত, তাই অপরাধসমূহ বিচারের প্রাথমিক দায়িত্ব দেশগুলোর। আই.সি.সি. শুধু তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন একটি দেশ তা পারবে না, বা করবে না।